নিজের কথা CEO MESSAGE

এহসান উল আজিম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)এবং প্রতিষ্ঠাতা, দি গ্লোবাল জব
বি.এস.এস(অনার্স) ও মাস্টার্স(লোক প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমগ্র মানবজাতি ও বর্তমান বিশ্ব আজ পুরোপুরি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে। তাই 'দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রযুক্তির ব্যবহার'-কথাটি অনেকের কাছে নতুন এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও বর্তমান উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তির আলোকে বিষয়টি সত্য।যেমন উন্নত দেশের অনুকরণে আমাদের দেশে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) প্রযুক্তির বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের কারণে ভ্যাট ফাঁকি দেয়া প্রায় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। আবার সিসি টিভি ক্যামেরার সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ ও দুর্নীতি বহুলাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।সম্প্রতি উন্নত বিশ্বে আবির্ভাব ও আবিষ্কার হয়েছে আরও নিত্য নতুন প্রযুক্তি যে গুলোর প্রয়োগ এখনো আমাদের দেশে শুরু হয়নি বলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না।উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি বর্তমানে উন্নত দেশ সমুহে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সহ সাধারণ মানুষের কাছে থাকে জাল জালিয়াতি শনাক্তকরণ তথা আসল-নকল শনাক্তকরণ যন্ত্র বা **Instant Counterfeit Detector Device (UV LIGHT 365nm of South Korea).** যার ফলে ঐসব উন্নত দেশে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডকুমেন্টস ও প্রোডাক্টস এর জাল জালিয়াতির ঘটনা বর্তমানে নেই বললেই চলে।

বস্তুত বিশ্বের উন্নত দেশগুলো একের পর এক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তাদের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ আমাদের বাংলাদেশের মত অপার সম্ভাবনার দেশে সমস্ত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির দুষ্ট বলয় থেকে মুক্ত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এদেশের প্রায় সব আর্থ-সামাজিক খাতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করা দুর্নীতি দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ দুর্নীতির শিকড় এদেশে এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যা কল্পনার মাত্রাকেও হার মানায়।

ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে আর্থিক সুবিধা আদায় এবং নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করাকেই দুর্নীতি বলে আখ্যা দেয়া যায়। এক কথায় ন্যায় নীতি বর্জিত যে কোন অনৈতিক কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মানসকন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পূর্বের চেয়ে বহুগুন বৃদ্ধি করেও কোন লাভ হয়নি। বরং ২০১৭ সালের দুর্নীতিতে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের যে ১৭ তম অবস্থান ছিল, তার থেকে সর্বশেষ পরিসংখানে বাংলাদেশ অবনয়ন হয়ে ২০১৮ সালে এসে তা হয় ১৩ তম স্থানে। যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও জাতির জন্য লজ্জাজনক। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য ও দুরদৃষ্টি নেতৃত্বের কারণে এদেশের প্রতিটি খাতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলেও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হলেও দুর্নীতি নামক মহাসংক্রামক ব্যাধি থেকে এদেশ মুক্ত হতে পারছে না । কিন্তু কেন পারছে না ?

আমার মতে, দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও কর্মকর্তাদের 'তথ্য গোপন' করা হচ্ছে দুর্নীতির মূল কারণ ও প্রধান উৎস। এটা প্রমান করতে আমি একটি প্রকৃত ও বাস্তব সত্য উদাহরন দেয়ার চেষ্টা করছি। আর তা হলো-আমাদের দেশের কোটি কোটি গ্রাহক তথা মানুষ গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল সহ যাবতীয় সরকারি ৫০০ টাকার তদূর্ধ্ব বিলে রাজস্ব কর হিসেবে ১০ টাকা মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্প (Revenue Stamp)ব্যবহার করতে বাধ্য থাকেন। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু এসব সরকারি ইউটিলিটি বিলেই নয়-সরকারি ও বেসরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা সহ অনেক কাজে এই রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি জানেন তাদের অর্থে প্রদেয় এসব অধিকাংশ রাজস্ব ষ্ট্যাম্পই হচ্ছে জাল!!

এই রাজস্ব স্ট্যাম্প বাবদ বছরে সরকার এক বিশাল অংকের রাজস্ব আদায় করে থাকেন। অথচ এই খাত বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় এখন আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে।বিভিন্ন গণমাধ্যমের সুত্র অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য গোপনের কারণে বর্তমানে ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে জাল বা নকল রাজস্ব স্ট্যাম্প। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমান অনুযায়ী প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ রেভিনিউ স্ট্যাম্প জাল পাওয়া গেছে। সবচেয়ে ভয়ানক তথ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের ৩১ শে অগাস্ট সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পূর্বের যাবতীয় রেভিনিউ স্ট্যাম্প অচল ও বাতিল করে উক্ত তারিখের পর নতুন ভাবে মুদ্রিত যাবতীয় রেভিনিউ স্ট্যাম্প সমুহে দেয়া হয় গোপনীয় ও গুপ্ত অদৃশ্যমান **'GOB'** লেখা সম্বলিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। যা সঠিক পরিমাপের ইউভি লাইটের (অতিবেগুনী রশ্মির) তরঙ্গদৈর্ঘ্য (365nm) ছাড়া কখনো দেখা সম্ভব নয়। আর সরকারের এতদসংক্রান্ত তথ্য গোপনের কারণে সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি এই রেভিনিউ স্ট্যাম্পের প্রকৃত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং আসল নকল রেভিনিউ স্ট্যাম্পের পার্থক্য । ফলে জালিয়াতি চক্রসহজেই এই স্ট্যাম্প জাল করতে পারছে । আর সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব।

শুধু রেভিনিউ স্ট্যাম্প নয়, যাবতীয় বিচারিক আদালতে ব্যবহৃত কোর্ট ফি তথা জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, নোটারিয়াল স্ট্যাম্প, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার (যাকে আমরা সাধারণ অর্থে দলিল বলি-এবং এতে ইন্ডিয়া বা অন্য দেশের মত কোন Covert & Overt Security features না থাকার কারণে এদের শতকরা ৯৯% হচ্ছে জাল বা নকল), বীমা স্ট্যাম্প, শেয়ার হস্তান্তর স্ট্যাম্প, সিগারেট-বিড়ির ব্যান্ডরোল ইত্যাদিতে যে গোপনীয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষ জানে না।কারণ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এসব খাতে দুর্নীতি করার অভিলিপ্সায় বিভিন্ন সংবাদ তথা প্রচার মাধ্যম -গনমাধ্যম সমুহে এসবের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করেনি। ফলে মানুষ এদের আসল নকল সম্পর্কে কোন ধারনা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে এসব ঘিরে যেমন বাড়ছে জাল জালিয়াতি তথা দুর্নীতি; ঠিক তেমনি সরকার হারাচ্ছে তার বিশাল অংকের রাজস্ব । এক শ্রেনির অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে একে ঘিরে দেশ জুড়ে চলছে একের পর এক দুর্নীতি।

তাই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, সরকারের উচিৎ অবিলম্বে দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তামূলক নথিপত্র,কাগজপত্র ও পণ্য (Security documents & products) সমুহে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া এবং তা উন্নত দেশের মত আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে সচেতন করে তোলা। মানুষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য ব্যবহার্য টাকা, পাসপোর্ট, ভিসা, গুরুত্বপূর্ণ আই ডি কার্ড বা পরিচয় পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রাজস্ব খাতের বিভিন্ন ট্যাক্স স্ট্যাম্প সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈধ ডকুমেন্টসের আসল নকল পার্থক্য শনাক্ত করতে পারলে এদেশ থেকে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ বৈধ কাগজ পত্রের বদলে অবৈধ কাগজপত্রের কারনেই মূলতঃ দুর্নীতি বেশি হয়। এর পাশাপাশি মানুষের মধ্যে দেশের প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা, মানবিক মূল্যবোধ ও বিবেক জাগ্রত করতে পারলে অচিরেই এদেশ থেকে দুর্নীতি দূরীভূত হবে বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে,বর্তমান মহামান্য প্রধান বিচারপতির নির্দেশ এবং দেশের সর্বচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রায় সব বিচারিক আদালতে জাল জালিয়াতি সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের বিশ্ববিখ্যাত ICD-Multi-functional Led-UV-365nm Flashlight ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা আমাদের চরম প্রাপ্তি।

পরিশেষে, সম্পূর্ণ জার্মান প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ও তৈরি আমাদের **ICD (LED UV-365nm) FLASHLIGHT** প্রযুক্তি অতিসাশ্রয়ী মূল্যে দেশের মূল্যবান সিকিউরিটি প্রোডাক্ট ও ডকুমেন্টসের জাল জালিয়াতি তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিরোধ করে দুর্নীতি দমনে অচিরেই এদেশে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

এহসান উল আজিম

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)এবং প্রতিষ্ঠাতা, দি গ্লোবাল জব